হংকং: বাংলাদেশী নারীকর্মীদের জন্য এক সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার

ড. মো: নূরুন্নবী ইসলাম
পরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

হংকং একটা ছোট্ট দেশ যার জনসংখ্যা ৭৩.৫০ লক্ষ এবং আয়তন ১০৬৩ বর্গমাইল অর্থাৎ ঢাকা জেলার আয়তনের প্রায় ১.৮৮ গুণ (ঢাকার আয়তন: ৫৬৫ বর্গমাইল) আর বাংলাদেশের আয়তনের চেয়ে ৫৩.৬ গুণ ছোট। অথচ হংকং এর ***পার ক্যাপিটা ইনকাম*** ৬০,৫৩০ মার্কিন ডলার।

২৪ থেকে ২৮ আগষ্ট'২০১৭ তারিখে হংকং গেলাম একটা সরকারি সফরে। সুউচ্চ অট্টালিকা সজ্জিত হংকং। পাহাড় আর সাগরে ঘেরাকী সুন্দর শৃংখলা। এত ছোট একটা দেশকে এত অদ্ভুত মনোরম করে সাজানো যায়, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বৃটিশ আর চীনের ধারাবাহিক উন্নয়নের ছোয়া রয়েছে প্রতি পদে পদে। অপূর্ব বিমানবন্দরই পরিচয় করিয়ে দেয় তাদের জীবন মান। সড়কগুলোর বিন্যাস আর সাগরের মোহনা, সবই চমকৃত করে। সাগরের নীচ দিয়ে টানেল রয়েছে ৩ টা। তাতে গাড়ি চলে, ট্রেন চলে। তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হংকং দেশটি। মূল হংকং দ্বীপ, কাউলুন আর নতুন টেরিটরিজ।

বাংলাদেশ ১৯৭৬ সাল থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে জনশক্তি প্রেরণ করা শুরু করেছে; আর ২০১৭ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ১ কোটি ১১ লক্ষ কর্মী ১৬২টি দেশে

কর্মসংস্থান লাভ করেছে ।এ বছর আগস্ট মাস পর্যন্ত ৭ লক্ষাধিক কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে ।

নারী কর্মীদের কর্মসংস্থান মূলতঃ শুরু হয় ১৯৯১ সাল থেকে, তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ২০০১ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বেশীর ভাগ গৃহকর্মে নারীকর্মী নিয়োজিত হয় । যদিও নার্স, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পোষাক শিল্প কর্মী ও অন্যান্য কারখানায় নারী কর্মীরা নিয়োজিত হয় তবে গৃহস্থালী কাজে নিয়োগের সংখ্যাই ৯৫% ।বাংলাদেশ থেকে নারীকর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ২০০১ সাল থেকে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে ।

বহুদিন ধরে নারী কর্মীদের বিশেষতঃ যারা অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের জন্য বিকল্প অথবা উন্নত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য ভাবা হচ্ছিল । ২০১২ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো থেকে একটা ছোট প্রতিনিধি দল হংকং সফর করেন । এ সফরের ব্যয় বহন করে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) । আমি নিজেও এ দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম । হংকং যাবার আগেসেখানে বিদেশী কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত তেমন বিশেষ কোন ধারণা ছিল না । ওদের ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে প্রেজেন্টেশন দেয়ার পর ওরা আকৃষ্ট হলো বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে; ২০১৩ থেকে শুরু হলো হংকং এ নারীকর্মী নিয়োগ ।

হংকং এ বর্তমানে নারী গৃহকর্মী কাজ করছে প্রায় ৩,৬০,০০০ । তার মধ্যে ফিলিপিনো ১,৯০,০০০, ইন্দোনেশিয়ান ১,৬০,০০০, থাই ৬,০০০, বাংলাদেশী ১,৩০০ এবং অন্যান্য দেশ থেকে বাকীরা কাজ করছে । ক্যাম্বোডিয়া থেকে তারা নতুন করে গৃহকর্মী নেয়ার পরিকল্পনা করছে । ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ নারী গৃহকর্মী হংকং এ চাকরী লাভ করেছে । আরও প্রায় ৮০০ কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে; যারা হংকং যাবার প্রক্রিয়ধীন আছে ।

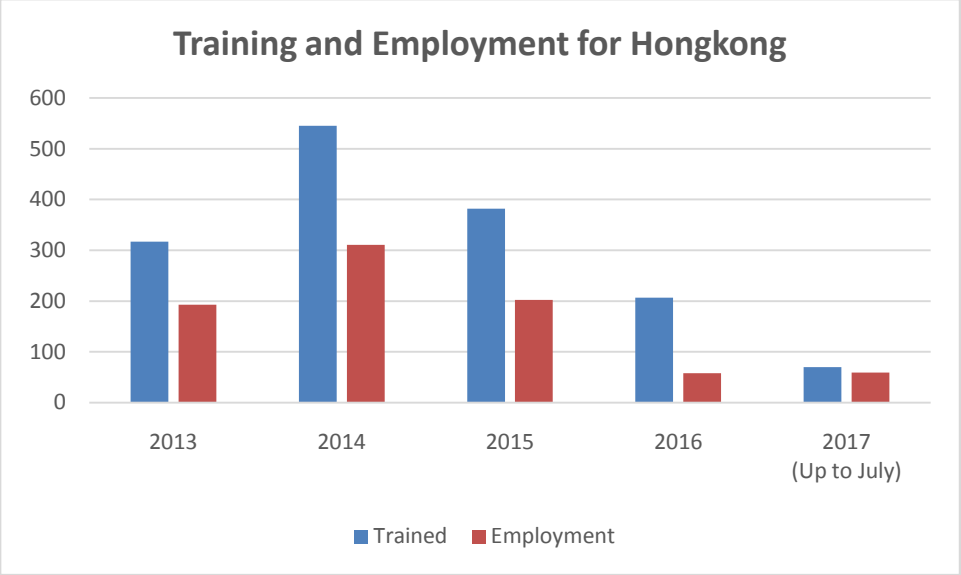

হংকং এ যাবার জন্য অভিবাসন ব্যয় হিসাবে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। এ অর্থের মধ্যে তাদের যাতায়াত, বহির্গমন ছাড়পত্র, মেডিক্যাল টেস্ট, রিক্রুটিং এজেন্সির ফি এবং ৩ মাসব্যাপী ক্যান্টনিজ ভাষা ও হংকং এর সংস্কৃতি এবং আইন-কানুনের ওপর প্রশিক্ষণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিকল্প পেশা নির্বাচন ও কর্মসংস্থান ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে অধিকতর নিরাপদ ও দক্ষকর্মী হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। হংকং এর শ্রম বাজারে বাংলাদেশী নারী গৃহকর্মী সম্পর্কে নিয়োগকর্তাদের বেশ আগ্রহ থাকলেও ইতোমধ্যে তাদের কিছু নেতিবাচক কার্যক্রম সামগ্রিক সুনাম ক্ষুন্ন করেছে। বেশকিছু কর্মী কাজে যোগদানের পরে এবং কিছু সেখানে পৌছেই কাজ থেকে পালিয়ে গেছে। অনেকে অন্যত্র বেশী বেতনে কাজ ঠিক করেছে আবার কেউ কেউ ফ্রিল্যান্স কাজ শুরু করেছে। এ জন্য এরা অবৈধ হয়ে পড়েছে। এ সকল কর্যক্রম ওদের এজেন্সীদের কাছে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগে আগ্রহ কমিয়েছে।

মূলতঃ আমাদের এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ থেকে হংকং এ জনশক্তি প্রেরণ জোরদার করা ও এ ক্ষেত্রটি সম্প্রসারণ আর তাদের চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা। ম্যাকাও-তে বাংলাদেশের জনশক্তি প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি করাও এ সফরের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য হংকং ও বর্তমানে নিয়োজিত রিক্রুটিং এজেন্সীগণ এবং অন্যান্য সম্ভাবনাময় স্বনামধন্য রিক্রুটিং এজেন্সীদের সাথে পৃথক পৃথক বৈঠক ও আলোচনা করা হয়। হংকং এ কর্মরত বাংলাদেশী গৃহকর্মীদের কল্যাণ বিষয়ে খোজখবর নেয়ার জন্য শতাধিক নারীকর্মীকে নিয়ে কনস্যুলেটে একটা সেমিনার করে তাদের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা করা হয়। তারা কেমন আছেন; তাদের কী কী সুবিধা, কেমনতর অসুবিধা বা

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে হংকং এ কর্মরত নারীকর্মীরা

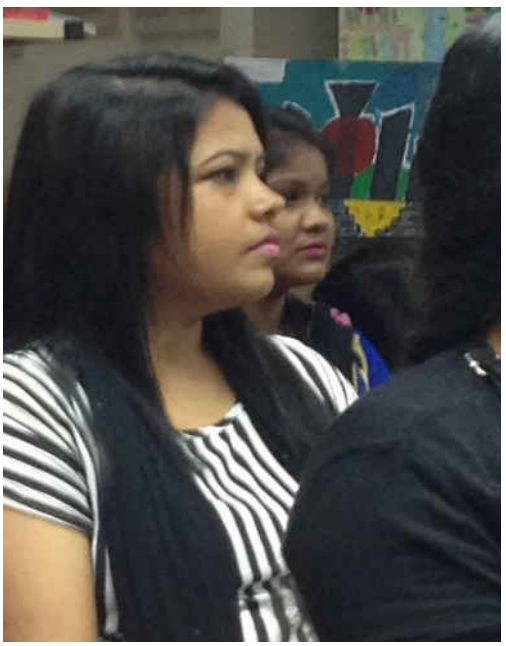

সমস্যা রয়েছে তাদের? এসব বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করা হয়। ম্যাকাও এ বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ম্যাকাও এর রিক্রুটিং এজেন্সীদের সাথে আলোচনা করা হয়।

সফরে হংকং এর রিক্রুটিং এজেন্সিদের সাথে সভা হলো। সবাই বাংলদেশ থেকে নারী গৃহকর্মী নিয়োগে আগ্রহী। প্রায় ১০০ মেয়ে কনসুলেটে এসেছিল। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছে তারা হংকং এ। ওরা বলে বেশ ভাল আছে তারা। যাদের দু' বছর হয়েছে, ওরা ৮ থেকে ৯ লক্ষ টাকা দেশে পাঠিয়েছে। বেতন পাচ্ছে মাসে ৪৫,০০০ টাকা। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে যেখানে প্রায় ১৮,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা পেয়ে থাকে। যাদের ৪ বছর পার হয়েছে রেমিটেন্স প্রেরণ করেছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। একটা অপূর্ব সুযোগ রয়েছে হংকং এ;আর তা হলো যদি কোন গৃহকর্মী একই মালিকের অধীনে টানা ৫ বছর কাজ করে তাহলে তাকে লং টাইম সার্ভিস বোনাস হিসেবে বেতনের অতিরিক্ত এককালীন ৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়। যারা এ বোনাস পেয়েছে তারা হৃষ্ট চিত্তে তা প্রকাশ করলো।

কাজের পরিমাণ খুব কম নয় তবে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় বেশ কম। সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় তবে সপ্তাহে একদিন সবেতন ছুটি পাওয়া যায়। এ ছুটিতে কাজ করলে ওভারটাইম পাওয়া যায়। ছুটিতে বাইরে ঘুরতে যাওয়া যায়, এ স্বাধীনতাটুকু তাদের অনেক উৎফুল্ল করেছে। সবচেয়ে বড় বিষয় তাদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোন গৃহকর্মী তার প্রতি কোন অত্যাচার বা যৌন হয়রানীর অভিযোগ করলো না, এ সকল অভিযোগে সরকারি কর্তৃপক্ষ মালিকের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার করে থাকে এবং এর শাস্তিও হয় কঠোর।

হংকং এ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের শ্রম উইং বিশেষতঃ শ্রম এ্যাটাশে মো: ইকতিদার আলম সাহেব নিবিড়ভাবে নারীকর্মীদের কল্যাণ দেখাশুনা করছে। পাশাপাশি এ কথাও বলা যায়, এদের সাথে গড়ে উঠেছে এক আন্তরিক সম্পর্ক। ওরা কনস্যুলেটে এসে যেন নিজের বাড়ীর সুবাস পাচ্ছিল।

অনেক মালিকই গৃহকর্মীর প্রতি নিজের মেয়ের মত আচরণ করে। অনেকে আবার চাইনিজ নববর্ষে লাইটি হিসেবে বকশিষ পায়। কোন কোন মালিক গৃহকর্মীকে

হংকং এ কর্মরত নারীকর্মী

নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করে বলে, "প্রার্থনা করলে মানুষ সৎ থাকে"। কিছু কিছু নেতিবাচক ব্যবহারের নমুনাও পাওয়া যায়। তবে তার সংখ্যা খুবই কম। এর মধ্যে রয়েছে খাবার পরিমাণ কম দেয়া, রাগারাগি করা, মানসিক রোগগ্রস্থ মালিক এবং পোষা প্রাণীর যন্ত্রণা।

কনসুলেটে তাদের হাস্যোজ্জল কলকাকলিই বলে দেয় তারা কতটুকু স্বস্তিতে কাজ করছে। কেউ কেউ বললো যে তাদের নিজের মেয়ের মত আচরণ করে থাকে গৃহকর্মীরা। অবশ্য এর ভিন্ন চিত্র ও রয়েছে কোথাও কোথাও।

বর্তমানে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনস্থ ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অর্থ্যাৎ টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়াতে হংকং যাবার জন্য নারী গৃহকর্মীর ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। হংকং গমনের জন্য অভিবাসন ব্যয় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে পাওয়া যায় এ জন্য একজন গ্যারান্টার লাগে। এ অর্থ বেতন থেকে প্রতি মাসে মাসে কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়। এখন ৭টি বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি হংকং এ গৃহকর্মী প্রেরণের কাজ করছে। প্রায় ২০০০ কর্মী এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে কাজে যোগ দিয়েছে প্রায়১৩০০ জন।

বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সেমিনারেহংকং এ কর্মরত নারীকর্মীরা

বর্তমানে হংকং এ বিমান ভাড়া অনেক বেশী হওয়ায় অভিবাসন ব্যয় বেড়েছে। একই ফ্লাইট আওয়ারে অন্যান্য রুটে যেখানে বিমান ভাড়া ৪৫,০০০ টাকা থেকে ৫৫,০০০ টাকা; সেখানে হংকং এ ৭০,০০০ টাকা থেকে ৭৭,০০০ টাকা। আরো বিষয় দাড়িয়েছে যে, বর্তমানে মধ্যপাচ্যে নারীকর্মীদের যেতে কোন টাকা লাগে না, বিশেষতঃ সৌদিআরবেনারীকর্মীরা ঝুকছে বেশী। সৌদিআরবে একজন নারীকর্মী প্রেরণ করলে বাংলাদেশী রিক্রুটিং এজেন্সি নিয়োগকর্তার কাছে ১.৫০ থেকে ২ লক্ষ টাকা সার্ভিস চার্জ পাচ্ছে। তাই তারা সেখানে নিয়োগ দিতে বেশী আগ্রহী হচ্ছে।

বি এম ই টি'র অধীনস্থ টি টি সিতে প্রশিক্ষণরত হংকংগামী নারীকর্মীরা

"ম্যাকাও" চীন প্রজাতন্ত্রের আর একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল। এবারের সফরে ম্যাকাও এ বাংলাদেশী কর্মীদের নিয়োগ সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা হয়। ম্যাকাও এ বর্তমানে পর্যটক হিসেবে ভিসা নিয়ে এসে পরবর্তীতে কর্মসংস্থান ভিসায় রূপান্তর করে। বেশীর ভাগ ফিলিপিনো এভাবে এসে কাজ শুরু করেছে। আগামী নভেম্বরে এখানে নতুন আইন প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। তাদের এ সুযোগ বিলোপ করা হবে। বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়োগ করতে রিক্রুটিং এজেন্সিরা খুবই আগ্রহী। মূলতঃ নিরাপত্তা প্রহরী, হসপিটালিটি সেক্টর ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে পুরুষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে। এদের বেতন যথাক্রমে ৫০,০০০ ও ৭০,০০০ টাকা।

হংকং ও ম্যাকাও এ শ্রম বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কেয়ার গিভার হিসেবে চাকরী। এতে স্বস্তি বেশী, বেতনও বেশী। আবার মূল চীন ভূখন্ডে গৃহকর্মীর চাহিদা বাড়ছে যেখানে বেতন মান মাসিক ১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা। এর জন্য আরও নিবিড় প্রশিক্ষণ পয়োজন।

সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারহংকং এ কর্মী প্রেরণের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। এ জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া উচিত। যেখানে রয়েছে গৃহকর্মীদের প্রচুর চাহিদা। বাংলাদেশী কর্মীদের প্রশিক্ষণ আরও সুচারু করা প্রয়োজন। এর সাথে তাদের কিছু বিশেষ দক্ষতা যেমন: এসি ফিল্টার পরিস্কার, গাড়ি ধোয়া বা বেসিন পাইপ পরিস্কারের মত কাজগুলো শিখে নিলে তাদের চাহিদা যেমন বাড়তো, তেমনি তারা কিছু বাড়তি আয় করতে পারতো।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২২ লক্ষ যুবশক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, যার অর্ধেক নারী। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য দেশে পর্যাপ্ত চাকুরী সৃস্টি সম্ভব হয়না। তাই বৈদেশিক কর্মসংস্থানে যথাযথ নিয়োগের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ।সরকার ও রিক্রুটিং এজেন্সী বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে হংকং এর শ্রমবাজারে অধিকসংখ্যক নারীকর্মী প্রেরণ করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সম্ভাবপর হতে পারে। যারমধ্যে রয়েছে;

(১) ব্যাপকভাবে প্রচার কাজ চালানো;
(২) সরকারি পর্যায়ে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান;
(৩) অভিবাসন ব্যয় সংস্থানের জন্য;
- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ সহজতর করা;
- অন্যান্য ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(৪)প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা;
(৫) ম্যাকাও এ পুরুষ কর্মী প্রেরণের জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এ সকল পচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে হংকং এ অধিকহারে কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা নিলে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। অধিক বেতনে ও অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিবেশে নারীকর্মীরা কাজ করার সুযোগ পাবে ।সকলের প্রচেষ্টায় হংকং এ বাংলাদেশী নারীকর্মীদের অধিহারে নিয়োগ এবং তাদের সুষ্ঠু অবস্থানের জন্য সরকার রিক্রুটিং এজেন্সী ও অভিবাসন প্রত্যাশী নারীকর্মী, সবারই সম্মিলিত উদ্যোগে সকলেই লাভবান হতে পারে ।স্থানীয় কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিয়োগ সম্প্রসারণ অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ নারীকর্মীদের জন্য সম্মানজনক পেশা বা অবস্থানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ এখন বিশেষভাবে উপযোগী হবে।